যুগান্তর

তারিখ 10 MAR 2012 পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

# অনুমোদন পাচ্ছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

## ফিটলিস্ট এখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে

মুশতাক আহমদ

শেষ পর্যন্ত নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে কোন সময় নয়া ওইসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করবে। এ লক্ষ্যে প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। দায়িত্বশীল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্রটি আরও জানায়, কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে মন্ত্রণালয় একটি তালিকা প্রণয়ন করে বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠিয়েছে। তালিকায় ঠাঁই পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর মতামত পেলেই অনুমোদিত তালিকা তৈরি করা হবে। সূত্র জানায়, কবে নাগাদ নতুন তালিকা প্রকাশ করা যাবে, তা বলা যাচ্ছে না। তবে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই তা প্রকাশের লক্ষ্য রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ৯৭টি প্রকল্প প্রস্তাবনা (পিপি) জমা পড়ে। এর মধ্যে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ৯৫টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) পাঠানো হয়েছে। ওইগুলোর মধ্যে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে ৭৩টি ফেরত পাঠিয়েছে তারা। ১৮ জানুয়ারি ওই ৭৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন নিয়েই মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল। ওই বৈঠকে অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

## বিশ্ববিদ্যালয় : অনুমোদন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আবেদনকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবনা থেকে একটি 'ফিটলিস্ট' তৈরি করা হয়। এরপর ওই তালিকা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় প্রায় ৪৯ দিন কাজ শেষে তালিকায় আরও কাটছাঁট শেষে ৭ মার্চ তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়।

শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শিগগিরই নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পাবে। সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। তিনি এর বেশি আর কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

১৮ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ে ফিটলিস্ট তৈরির বৈঠকে ৪ জন উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন— শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও ইউজিসি সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী। রুদ্ধদ্বার ওই বৈঠকে গোপনীয়তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট শাখার যুগ্ম সচিব ও উপ-সচিব এমনকি অতিরিক্ত সচিবকে পর্যন্ত রাখা হয়নি। দু'দফায় প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকটি চলে। এতে মোট ৭৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যেকটির অবস্থা, অবস্থান বা জোন, প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা, উদ্যোক্তা কারা ইত্যাদি পর্যালোচনা শেষে প্রত্যেকটির ব্যাপারে এক-একটি করে সারসংক্ষেপ তৈরি করা হয়। দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে ঢাকা শহরে আর কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তবে বিজিএমইএ'র আবেদনটির ক্ষেত্রে আলাদা বিবেচনা স্থান পাবে। কেননা, ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি যে ধরনের গ্রাজুয়েট তৈরি করবে, সে ধরনের জনশক্তি বর্তমানে বিদেশ থেকে 'ভাড়া' করতে হচ্ছে। গার্মেন্টস খাতে বর্তমানে প্রায় ১৯শ' বিদেশী কাজ করছেন। তাদের ডলারে বেতন-ভাতা দিতে হচ্ছে। অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরের প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।

এ ব্যাপারে এর আগে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, তারা একটি তালিকা নিয়ে কাজ করছেন। সেখানে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের কোনটির কি অবস্থা ইত্যাদি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা হয়। তিনি বলেন, এমনভাবে ফিটলিস্ট তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রধানমন্ত্রী একনজর দেখেই টিকচিহ্ন দিতে পারেন। তবে প্রতিটির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী সম্প্রতি বলেন, বর্তমান যুগে কেবল সরকারি পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। বেসরকারি খাতকে এক্ষেত্রে উৎসাহিত করা যায়। কিন্তু ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠবে, এমন কোন প্রতিষ্ঠান তারা বা আওয়ামী লীগ সরকার চায় না। এর প্রমাণ মেলে ৩ বছরে ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সরকার স্থাপন করলেও একটিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়নি। তিনি বলেন, মানের ব্যাপারে কোন আপস নয়। কেননা, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় মান। এ কারণেই আওয়ামী লীগের বিগত সরকার আমলে ৫ বছরে মাত্র ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। সূত্র জানায়, গত বছরের ১৮ জুলাই নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হওয়ার পর সরকার নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী পিপি আহ্বান করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৯৭টি আবেদন জমা পড়েছে মন্ত্রণালয়ে। এর মধ্যে ৭৫টির পরিদর্শন শেষ করে ইউজিসি। ওই ৭৫টির মধ্যে ২টি সম্পর্কে চরম নেতিবাচক মন্তব্য করে তারা। এমনকি সেগুলো ইউজিসি সরেজমিন পরিদর্শন পর্যন্ত করেনি। বাকি ৭৩টি নিয়েই কাজ করে। সূত্র আরও জানায়, ইউজিসি পরিদর্শনকালে প্রস্তাবনায় বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ২৫ হাজার বর্গফুটের ভবন, ভৌত অবকাঠামো সুবিধা, ভাড়া করা ভবন ব্যবহারে মালিকের অনুমতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ (গার্মেন্টস বা মার্কেটে কিনা), স্থায়ী ক্যাম্পাস ও জমি, অবৈধ আউটার ক্যাম্পাসের সঙ্গে সম্পৃক্ততা— এ ৭টি শর্তের (বিষয়ের) ওপর তদন্ত এবং নম্বর প্রদান করে। সূত্র আরও জানায়, উদ্যোক্তারা প্রভাবশালী হওয়ায় প্রতিবেদন প্রণয়নে তদন্ত দলের সদস্যদের ব্যাপক হিমশিম খেতে হয়। যে কারণে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত পূরণ করা হয়নি, তাদের মধ্যে বেশ কটির ব্যাপারে 'শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া যায়' মন্তব্য করেছে ইউজিসি। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করেছে সেগুলোর বেশিরভাগই চট্টগ্রাম ও বাকিরা ঢাকার নামে। আবেদনকারী প্রায় সবাই প্রভাবশালী। সরকারি দলের এমপি, সরকার দলীয় ও মহাজোটের শরিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাবেক আমলা, সরকারপন্থী শিক্ষক নেতা, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি, এনজিও ব্যবসায়ী প্রমুখ রয়েছেন। আবেদনকারীদের মধ্যে আরও আছেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয় এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন। আদালতের রায়ে কার্যকর ৪টিসহ দেশে বর্তমানে ৫৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়। ওই বছর ইস্ট ডেল্টা ও আশা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে উচ্চ শিক্ষার নামে সনদ বাণিজ্যের গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নতুন করে তা স্থাপনের অনুমোদন বন্ধ করে দেয়।